182. Jc. 872. 6.

ব্রাহ্ম-বিবাহ

ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কি না?

এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক

লিখিত

নানা সমাজস্থ প্রধান প্রধান অধ্যাপক
দিগের নিকট হইতে গৃহীত ব্যবস্থাপত্র
ও অভিমত সহিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্র

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তির দ্বারা মুদ্রিত।

পৌষ ১৭৯৪ শক।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই মূল ইহা হইতেই অধিকারি ভেদে নানা প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম শাখা পল্লবিত হইয়া ক্রমশ বহু কালে শেষে আসিয়া পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে তজ্জন্য অপৌত্তলিক ব্রাহ্মগণ যেমন উপাসনায় পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই রূপ গৃহ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার সময়েও অপৌত্তলিকতা রক্ষা করিবার নিমিত্তে ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান পদ্ধতির স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া তাহা হইতেই অপৌত্তলিক ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দু-প্রণালী অনুসারে অনুষ্ঠান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলিন চঞ্চল স্বভাব লোক, সম্প্রতি আপনারদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে অস্বীকৃত হইয়া, হিন্দু পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি নানা জাতীয় কিছু কিছু প্রণালী লইয়া বিবাহাদির এক নূতন প্রণালী গঠন পূর্ব্বক বিবাহ ক্রিয়া প্রচলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারদিগের সেই বিবাহ প্রণালী কোন প্রকারেই ধর্ম্মশাস্ত্র সিদ্ধ নহে, সুতরাং তাঁহাদিগের রাজ নিয়ম দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিবার আবশ্যক হওয়াতে, তাঁহারা আপনারদিগের ঐ বিবাহ রাজ নিয়ম দ্বারা বিধিবদ্ধ হইবার প্রার্থনায় রাজদ্বারে আবেদন করেন কিন্তু ঐ আবেদন পত্রে ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া উল্লেখ থাকাতে আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ হিন্দু ব্রাহ্মেরা উহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া রাজ বিধিতে উল্লেখ করিতে আপত্তি করেন তাহাতে আধুনিক ব্রাহ্মেরা ভাবিলেন, যদি আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্রাহ্মদিগের বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কোন কৌশলে অসিদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই ইহাঁরদিগের আর আপত্তি থাকিবে না এই বিবেচনায় আধুনিক ব্রাহ্মেরা আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্রাহ্মদিগের বিপক্ষতাচরণ পূর্ব্বক

কুশণ্ডিকাদি ব্যতীত বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হয় কি না, এই রূপ প্রশ্ন করিয়া কাশীস্থ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী অধ্যাপকদিগের নিকট ব্যবস্থাপত্র প্রার্থনা করেন, কিন্তু তথা হইতে তাঁহারা যে ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা ঐ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যদিও অধ্যাপকেরা তাঁহারদিগকে যে ব্যবস্থা পত্র দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের বিপরীত ফল ফলিত হইযাছেএবং আদি ব্রাহ্মদিগের বিবাহ পদ্ধতি ধর্ম্মশাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্রাহ্মেরা নানা সমাজ হইতে তদ্বিষয়ে যে ব্যবস্থা পত্র আনয়ন করিয়াছেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় তাহাতে আরও যতদূর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তৎসমুদায় সংগ্রহ পুর্ব্বক আমি ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচারিত করিলাম। বোধ হয় ইহা দেখিয়া আধুনিক ব্রাহ্মেরা আদি ব্রাহ্মদিগের বিবাহ পদ্ধতি অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় আর কোন কথা উত্থাপন করিতে পারিবেন না ইতি।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশস্য।

—:o:—

ব্রাহ্ম-বিবাহ

ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কি না ?

কুশণ্ডিকা ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না, এতদ্বিষয় নির্ণীত হইলেই ব্রাহ্ম-বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কি না, তাহা নিরূপিত হইবে, অতএব কুশণ্ডিকা ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না, প্রথমত তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে।

কুশণ্ডিকা ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না, এতদ্বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমত বঙ্গ-দেশ প্রচলিত বিবাহে কি কি কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক, অত-এব আদৌ তাহাই লিখিত হইতেছে।

এদেশে ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ দিনে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, রাত্রিতে সংপ্রদান ও গ্রহণ মাত্র হইয়া থাকে এবং পর দিন বা কিছু দিন পরে কুশণ্ডিকা, হোম, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন হয় কিন্তু শূদ্রেরা প্রায় বিবাহ কালেই অর্থাৎ সংপ্র-দান ও গ্রহণের পরেই শাস্ত্র বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া যথা-কথঞ্চিৎ রূপে উক্ত কর্ম্ম সকল সারিয়া লয়। ইহাতে সামান্যত এই মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, যে কোন

প্রকারেই হউক এদেশে বিবাহে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, সংপ্রদান, গ্রহণ, কুশণ্ডিকা, হোম, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন, এই সাতটী মাত্র কর্ম্ম প্রচলিত আছে।

এক্ষণে উক্ত সাতটী কর্ম্মের মধ্যে কোন্‌টীর স্বরূপ কি প্রকার ও কোন্‌টীর ফল কি? ক্রমশ তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে।

প্রথম—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ। নান্দীমুখ শব্দের অর্থ পিতৃগণ, অর্থাৎ সাম বেদীর পিতা প্রভৃতি তিন ও মাতামহ প্রভৃতি তিন মাত্র, কিন্তু যজুর্ব্বেদীর পিতা প্রভৃতি তিন, মাতামহ প্রভৃতি তিন এবং মাতা প্রভৃতি তিন, এই নয় জন গৃহীত হইয়া থাকে, এবং ইহাঁর দিগের যে শ্রাদ্ধ তাহারই নাম নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং ইহাকেই বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বলে। ইহার ফল উক্ত পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন মাত্র। ষষ্ঠী ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মই এই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের অন্তর্গত।

দ্বিতীয়—সংপ্রদান। এস্থলে সংপ্রদান শব্দের অর্থ প্রথমত প্রপিতামহ অবধি বর পর্য্যন্ত,পরে প্রপিতামহ অবধি কন্যা পর্য্যন্ত, এই উভয় পক্ষের চারি চারি ব্যক্তির নাম, গোত্র ও প্রবর তিন তিন বার উল্লেখ পূর্ব্বক যথা বিধানে কন্যা দান এই সংপ্রদানের ফল পিতার স্বত্ব নিবৃত্তি পূর্ব্বক বরের স্বামিত্ব প্রাপ্তি মাত্র যথা মনুঃ "প্রদানং স্বাম্যকরণম্‌ইতি।" সংপ্রদান স্বামিত্বের কারণ। স্বস্তিবাচন প্রভৃতি স্ত্রী আচার, গ্রন্থিবন্ধন, অন্যোন্যাবলোকন ও গৃহ প্রবেশ পর্য্যন্ত অপরাপর সমুদায় কর্ম্মই এই সংপ্রদানের অন্তর্গত।

তৃতীয়—গ্রহণ। ভার্য্যাত্বসম্পাদক জ্ঞান পূর্ব্বক স্বীকার, অর্থাৎ অদ্য অবধি ইনি আমার ভার্য্যা হইলেন, এই রূপ জানিয়া স্বস্তি বলিয়া স্ত্রী রূপে স্বীকার করাই এস্থলে গ্রহণ শব্দে কথিত হয়। ইহার ফল দম্পতী বন্ধন। এই বন্ধনে আবদ্ধ হইলে এদেশে আমরণ তাহা আর কোন প্রকারে ছিন্ন হয় না।

চতুর্থ—কুশণ্ডিকা। কুশণ্ডিকা শব্দের অর্থ অগ্নির সংস্কার ক্রিয়া মাত্র, অতএব স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ ও বহ্নি স্থাপন প্রভৃতি বিরূপাক্ষ জপ পর্য্যন্ত যাহা উপনয়নাদি কর্ম্মে ও দুর্গোৎসব প্রভৃতি প্রায় সমুদায় কর্ম্মে সাধারণ রূপে বিহিত আছে, তাহাই সর্ব্ব সাধারণ কুশণ্ডিকা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে ভবদেব ভট্ট সামবেদীয় অনুষ্ঠান পদ্ধতির প্রথমেই লিখিয়াছেন।

তত্র সর্ব্বেষামাহুতিযুক্তকর্ম্মণাং কুশণ্ডিকাসংস্কৃতাগ্নিসাধ্যত্বাৎ কুশণ্ডিকৈব প্রথমমভিধীয়তে।

আহুতি যুক্ত সকল কর্ম্মই কুশণ্ডিকা বিহিত সংস্কৃত অগ্নি সাধ্য প্রযুক্ত কুশণ্ডিকাই প্রথমে কহিতেছি।

ইহা বলিয়া স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ, বহ্নি স্থাপন ও বিরূপাক্ষ জপ পর্য্যন্ত লিখিয়া শেষে,

ইতি সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী কুশণ্ডিকা

ইহাকেই সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ কুশণ্ডিকা বলে, এই রূপ লিখিয়াছেন।

পশুপতিকৃত যজুর্ব্বেদীয় দশকর্ম্ম দীপিকায় স্থালীপাক কর্ম্মের আরম্ভে,

অথ কুশণ্ডিকাভিধীয়তে।

এক্ষণে কুশণ্ডিকা বলিতেছি,

ইহা কহিয়া ঐ সকল কর্ম্মগুলি লিখিত হইয়াছে।

কালেশিকৃত ঋগ্বেদীয় দশকর্ম্ম পদ্ধতিতে আছে,

অত্র যস্মিন্ কর্ম্মণি হোমোবিদ্যতে তত্র প্রথমং কুশণ্ডিকা বোদ্ধব্যা, সংস্কৃতাগ্নিসাধ্যত্বাদ্ধোমস্য, কুশণ্ডিকা চাগ্নিসংস্কারঃ।

যে যে কর্ম্মে হোম বিহিত আছে, সেই সেই কর্ম্মের প্রথমেই কুশণ্ডিকার কর্ত্তব্যতা বুঝিতে হইবে, যে হেতু হোম সংস্কৃতাগ্নিসাধ্য। অগ্নির সংস্কারের নামই কুশণ্ডিকা। এই কুশণ্ডিকার ফল অগ্নির অসাধারণতা মাত্র।

পঞ্চম—হোম। ঘৃত বা ঘৃত সংযুক্ত বিশেষ বিশেষ দ্রব্য দ্বারা আহুতি প্রদানের নাম হোম। সমুদায় কর্ম্মেই উক্ত রূপ কুশণ্ডিকা অর্থাৎ অগ্নির সংস্কার করিয়া ঘৃত দ্বারা বা বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে সেই সংস্কৃত অগ্নিতে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য দ্বারা হোম লিখিত হইয়াছে। যথা দুর্গোৎসবাদিতে বিল্বপত্র দ্বারা হোম, বিষ্ণু পূজায় করবীর পুষ্প দ্বারা হোম, এবং বিবাহে লাজা দ্বারা হোম, ইত্যাদি নানা কর্ম্মে নানা দ্রব্যে হোম হইয়া থাকে। বিবাহে ঘৃত দ্বারা অন্যান্য আহুতি প্রদান পূর্ব্বক এই রূপ লাজা হোমের নামই বৈবাহিক হোম বলিয়া থাকে। যজুর্ব্বেদীর উক্ত রূপ কুশণ্ডিকা অর্থাৎ অগ্নির সংস্কার করিয়া সেই অগ্নির সম্মুখে সংপ্রদান ও গ্রহণ এবং পরে সেই অগ্নিতেই বৈবাহিক হোম করিবার বিধি আছে। কিন্তু সামবেদীর সংপ্রদান ও গ্রহণের পরে কুশণ্ডিকা অর্থাৎ অগ্নির সংস্কার ও বৈবাহিক

হোম করিতে হয়। এই হোমের ফল মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন মাত্র, যথা উদ্বাহ তত্ত্বে,

> মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞস্তাসাং — পতেঃ।
> প্রযুজ্যতে বিবাহেষু ইত্যাদি মনুবচনং স্বস্ত্যয়নং কুশলেন কালাতিবাহনহেতুকং করণসাধনাৎকণক-ধারণাদি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তিতি চ, যশ্চ প্রজাপতিদৈবতো বৈবাহিকো হোমস্তৎ সর্ব্বং মঙ্গলার্থং। অভিমতার্থসিদ্ধির্মঙ্গলং তদর্থমবৈ-ধব্যার্থমিতি যাবৎ।

প্রজাপতির যজ্ঞ অর্থাৎ হোম তাহারদিগের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন মাত্র বিবাহে প্রয়োগ হয় ইত্যাদি মনুবচন। স্বস্ত্যয়ন শব্দের অর্থ কুশলে কালাতিপাতের হেতু করণ সাধন প্রযুক্ত স্বর্ণালঙ্কার ধারণ প্রভৃতি, আর স্বস্তিবাচন ও প্রজাপতি দৈবত হোম ইত্যাদি সমুদায়ই মঙ্গলার্থ। অভিমত অর্থ সিদ্ধির নাম মঙ্গল, তদর্থ অর্থাৎ অবৈ-ধব্যার্থ।

ষষ্ঠ—পাণিগ্রহণ। কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বরকর্ত্তৃক স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা কন্যার অঙ্গুলি গ্রহণ করার নাম পাণিগ্রহণ। ইহার ফল পিতৃগোত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামীর গোত্র প্রাপ্ত হওয়া মাত্র।

সপ্তম—সপ্তপদীগমন। সাতটী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পাদবিক্ষেপ করা, অর্থাৎ প্রত্যেক মন্ত্রে এক এক মণ্ডলিকায় পদক্ষেপ করিয়া গমন করাকে সপ্তপদী গমন বলে। ক্ষত্রিয়দিগের এই স্থলে মণ্ডলিকার পরিবর্ত্তে সাত খানি থালের উপর ক্রমশ পা দিয়া গমন করিবার রীতি প্রচলিত

আছে। ইহার ফল পাণিগ্রহণ মন্ত্র সকলের সমাপ্তি মাত্র, যথা মনুঃ,

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ইতি

পাণিগ্রহণ মন্ত্র সকল দারার লক্ষণ, সপ্তপদী গমনে তাহাদিগের নিষ্ঠা অর্থাৎ সমাপ্তি হয়, ইহা পণ্ডিতেরা জ্ঞাত আছেন।

ইহা ভিন্ন বিবাহে আর যাহা কিছু কর্ম্ম হইয়া থাকে, সে সমুদায়ই এই সাতটীর মধ্যে কোন না কোনটীর অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবাহে যে এই সাতটী মাত্র কর্ম্ম হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে কোন্‌টীর নাম বিবাহ এবং কোন্‌টী প্রধান ও কোন্ গুলিন অঙ্গ, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক, অতএব তদ্বিষয়ক শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে বিবাহের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছি। যথা উদ্বাহতত্ত্বে,

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ইতি।

দারকর্ম্মণি ভার্য্যাত্বসম্পাদকে কর্ম্মণি, তচ্চ কর্ম্ম গ্রহণরূপং, সদৃশান্নাহরেদ্দারান্ ইতি যমবচনাৎ, অতঃ পরং সমাবৃত্তঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহমিতি সম্বর্ত্তবচনাৎ, ভার্য্যাং বিন্দেত সদৃশীমিত্যাদি বিষ্ণ্বাদিবচনাচ্চ। তেন ভার্য্যাত্বসম্পাদকং গ্রহণং বিবাহঃ তস্য স্বীকাররূপজ্ঞানবিশেষস্য সমবায়বিষয়তয়োর্ভেদাৎ বরকন্যয়োর্ব্বিবাহকর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বে, অতএব কন্যাপুত্রবিবাহেম্বিতি বিষ্ণুপুরাণোক্তং সঙ্গচ্ছতে।

যে কন্যা মাতামহের সাপিণ্ড বা পিতার সগোত্র নহে,

সেই কন্যা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দার কর্ম্মে ও মৈথুনে প্রশস্ত। দার কর্ম্ম শব্দের অর্থ ভার্য্যাত্ব সম্পাদক কর্ম্ম, সেই যে কর্ম্ম, তাহা গ্রহণ রূপ, যেহেতু যমস্মৃতিতে সদৃশ দ্বারা গ্রহণ করিবেক, সম্বর্ত্ত স্মৃতিতে সমাবর্ত্তনের পর দার পরিগ্রহ করিবেক, এবং বিষ্ণু স্মৃতিতে সদৃশীকে ভার্য্যা বলিয়া জ্ঞাত হইবেক, এই রূপ লিখিত আছে অতএব ভার্য্যাত্ব সম্পাদক যে গ্রহণ, তাহারই নাম বিবাহ। সেই স্বীকার রূপ জ্ঞান বিশেষের সমবায় সম্বন্ধ ও বিষয়িতা সম্বন্ধের ভেদে বিবাহ বিষয়ে বর ও কন্যার কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব হয়, ইহাতেই বিষ্ণু পুরাণে কন্যা পুত্র বিবাহে বলিয়া যে উক্তি আছে, তাহা সঙ্গত হইল। আর

স ব্রাহ্মাভিধানো বিবাহো যস্মিন্নুক্তলক্ষণবরায় আহূয় যথাশক্ত্যলঙ্কৃতা কন্যা দীয়তে ইতি মিতাক্ষরা। যস্মিন্নিতি গ্রহণ ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিত ইতি মন্বাদিবচনে যদ্দানপদং "তদ্দীয়তে যস্মৈ গ্রহণায়" ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ০০০০০০০০গ্রহণপরং

তাহারই নাম ব্রাহ্ম-বিবাহ যাহাতে উক্ত লক্ষণ বরকে আহ্বান করিয়া যথা শক্তি অলঙ্কৃতা কন্যা দান করা হয়, এই মিতাক্ষরা ব্যাখ্যানে যে "যস্মিন্" পদ আছে, তাহার অর্থ গ্রহণ। আর কন্যাকে আচ্ছাদন ও অর্চ্চনা করিয়া শ্রুতশীল সম্পন্ন পাত্রকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া যে দান করা হয়, তাহাই ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, এই মনু প্রভৃতির বচনে যে দান পদ আছে, "দেওয়া হয় যাহাকে গ্রহণের নিমিত্তে" এই রূপ ব্যুৎপত্তিতে তাহারও অর্থ গ্রহণ মাত্র।

এই বিবাহ নাম-ভেদে ও প্রকার ভেদে আট প্রকার বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, যথা,

ব্রাহ্মোবিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যালঙ্কৃতা। তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিং যজ্ঞস্থায়র্ত্বিজে দৈব আদায়র্ষস্তু গোযুগং। চতুর্দশঃ প্রথমজঃ পুনাতু ত্তরজশ্চ ষট্ ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম্মং সহ যা দীয়তেহর্থিনে। সকায়ঃ পাবয়েত্তজ্জঃ ষড়্বংশ্যাংশ্চ সহাত্মনা আসুরো দ্রবিণাদানাদ্ গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাদিত্যাদি এবম্ভূতত্যাগামন্তর-গ্রহণে ব্রাহ্মাদ্যষ্টনামকো বিবাহ ইতি বর্ত্তুলার্থঃ

বরকে আহ্বান করিয়া যথাশক্তি অলঙ্কারের সহিত যাহাতে কন্যাদান হয়, তাহার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ, তাহার-দিগের যে সন্তান জন্মে সে ঊর্দ্ধ অধ একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করে যাহাতে যজ্ঞস্থ ঋত্বিক্‌কে কন্যা দান করা হয়, তাহাকে দৈব বিবাহ বলে ; বরের নিকট হইতে দুইটী গোরু লইয়া সেই গোযুগ সহিত যাহাতে কন্যাদান হয়, তাহাই আর্ষ বিবাহ ইহার মধ্যে দৈব বিবাহ জনিত সন্তান চতুর্দশ পুরুষকে ও আর্ষ বিবাহ জনিত সন্তান ছয় পুরুষকে পবিত্র করে। আর "ইঁহার সহিত ধর্ম্ম আচরণ কর" বলিয়া যাহাতে অর্থি ব্যক্তিকে কন্যাদান করা হয়, তাহার নাম কায অর্থাৎ প্রাজাপত্য বিবাহ, তজ্জনিত সন্তান আপনার সহিত ছয় পুরুষকে পবিত্র করে শাস্ত্রীয় নিয়ম ব্যতীত ধন গ্রহণ পূর্ব্বক যাহাতে কন্যা দান হয়, তাহাকে আসুর বিবাহ কহে। কন্যা পাত্রের পরস্পর সম্মিলনে নিয়ম পূর্ব্বক যে বিবাহ, তাহার নাম গান্ধর্ব্ব এবং যুদ্ধে হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহার নাম রাক্ষস বিবাহ বলে। আর

ছল পূর্ব্বক কন্যাকে লইয়া যে গ্রহণ করা হয়, তাহাকে পৈশাচ বিবাহ কহে ইত্যাদি এই রূপ দানাদ্যনন্তর গ্রহণেতেই ব্রাহ্মাদি নামক আট প্রকার বিবাহ সমর্থিত হয়

ইত্যাদি শাস্ত্রালোচনায় এই মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে ভার্য্যাত্ব সম্পাদক গ্রহণের নাম বিবাহ অতএব ভার্য্যাত্ব সম্পাদক যে গ্রহণ, তাহাই বিবাহের লক্ষণ, ইহা সিদ্ধ হইল।

বিবাহই প্রধান কার্য্য, তাহাতে যদি গ্রহণের নামই বিবাহ সিদ্ধ হইল, তবে সুতরাং এস্থলে গ্রহণই যে প্রধান কর্ম্ম এবং তাহা না করিলে যে বিবাহ অসিদ্ধ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র রহিল না অপর নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে ছয়টী কর্ম্ম বিবাহে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং সে সমুদায়কেই বিবাহের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে

এক্ষণে ঐ ছয়টী কর্ম্মের মধ্যে কোন্‌টী বিবাহের কিরূপ অঙ্গ এবং উহাদিগের কোন একটী না করিলে বিবাহ অসিদ্ধ হয় কিনা, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক, এনিমিত্তে অধুনা তদ্বিষয়ক সমালোচনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বিবাহের প্রথম অঙ্গ—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ না করিলে যে বিবাহ অসিদ্ধ হয় না, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত, কারণ এদেশে এক্ষণে অনেকে নান্দীমুখের অনুকল্প রূপে এক ভোজ্য মাত্র উৎসর্গ করিয়া, কেহ কেহ বা তাহা না করিয়াও কন্যাপুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিপক্ষ পক্ষের গৃহীত ব্যবস্থা পত্রেও তদনুরূপ লিখিত আছে, যথা,

নান্দীশ্রাদ্ধেঽকৃতে বিবাহোঽঙ্গমাত্রবৈগুণ্যাদ্ভার্য্যাত্বং সম্পাদয়ন্নপি বিবাহে নান্দীশ্রাদ্ধস্যাবশ্যকত্বাদ্বিহিতস্যানমুষ্ঠানেন প্রত্যবায়বিশিষ্টোভবেদেব।

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ না হইলে অঙ্গ মাত্র বৈগুণ্য হেতু বিবাহ ভার্য্যাত্ব সম্পন্ন করিলেও বিবাহে নান্দীশ্রাদ্ধের আবশ্যকতা জন্য বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান প্রযুক্ত তাহা প্রত্যবায় বিশিষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অঙ্গ—সংপ্রদান। সংপ্রদান না করিলে যে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে, ইহা বলা যাইতে পারে না, কারণ গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে সংপ্রদান না হইয়াও গ্রহণ মাত্রেই বিবাহ সিদ্ধ হইবার বিধি আছে, যথা মনুঃ,

... . গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ।
রাক্ষসোযুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ।

কন্যা পাত্রের পরস্পর সম্মিলনে নিয়ম পূর্ব্বক যে বিবাহ তাহার নাম গান্ধর্ব্ব, এবং যুদ্ধে হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহার নাম রাক্ষস, আর ছল পূর্ব্বক কন্যাকে লইয়া যে বিবাহ, তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে।

এই অঙ্গটী না হইলে কন্যার উপরে পিতার স্বত্ব নিবৃত্তি হয় না মাত্র, কিন্তু গৃহীতার ভার্য্যা হইবার প্রতি কোন বাধা নাই। ভার্য্যাত্ব সম্পাদক গ্রহণ রূপ যে বিবাহের লক্ষণ, সংপ্রদান তাহার সাহায্যকারী মাত্র, সম্পাদক নহে, তথাপি পিতার স্বত্ব নিবৃত্তির নিমিত্তে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, এবং ঐ জন্যই গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে পশ্চাৎ সংপ্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে।

তৃতীয় অঙ্গ—কুশণ্ডিকা, অর্থাৎ অগ্নির সংস্কার ক্রিয়া, এবং চতুর্থ অঙ্গ—হোম এই দুই অঙ্গের পরস্পর বিশিষ্ট রূপ যোগ রহিয়াছে। হোম কুশণ্ডিকার সাপেক্ষ, হোম করিতে হইলে অবশ্যই কুশণ্ডিকা করিতে হইবে, কুশণ্ডিকা ব্যতীত হোম করা কোন প্রকারে সম্ভবিতে পারে না। সুতরাং হোম ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না ইহা নির্ণীত হইলেই কুশণ্ডিকা ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না, তাহা নিরূপিত হইবে, অতএব হোম ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না তাহাই নির্ণয় করা যাইতেছে

বিবাহাঙ্গ হোমের ফল মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন মাত্র, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, অতএব যেমন হরিদ্রা ম্রক্ষণ, উলু ধ্বনি, ও শঙ্খ বাদ্য প্রভৃতি বিবাহে মঙ্গলজনক, সেই রূপ হোমও মঙ্গলজনক মাত্র, বিবাহ সম্পাদক নহে, সুতরাং ইহা না করিলে বিবাহ অসিদ্ধ হইবার বিষয় কি? আশ্বলায়নীয় গৃহ্য সূত্রের ১ অধ্যায়ের ৪ কণ্ডিকার ৬ সূত্র, যথা,

নৈকে কাঞ্চন

একে আচার্য্যাঃ কামগ্যাহুতিং নেচ্ছন্তি।

কোন কোন আচার্য্যেরা বিবাহে আহুতি প্রদান ইচ্ছা করেন না।

অতএব যেমন পিতৃ উদ্দেশে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দানের নাম শ্রাদ্ধ, তাহাতে পিণ্ডদান, হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন, এই তিনটি কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি আছে, অথচ তাহাতে হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন না হইলেও হোমের অনুকল্প জলে অগ্নৌ

করণ ও পিণ্ডদান করিলেই শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইতেছে, সেই রূপ বিবাহে হোম না করিলেও তাহা কেন অসিদ্ধ হইবে ?

পঞ্চম অঙ্গ—পাণিগ্রহণ এবং ষষ্ঠ অঙ্গ—সপ্তপদী গমন ; এ উভয় অঙ্গেরও পরস্পর যোগ আছে,এই উভয় কর্ম্মই বিশেষ সংস্কারার্থ মাত্র। এই পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমনে জায়া-পতিত্ব সম্বন্ধ অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে নিবদ্ধ হয় ও বিবাহ কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। পাণিগ্রহণ না হইলে কন্যার গোত্রান্তর ও জায়াত্ব হয় না এবং সপ্তপদী গমন না হইলে গোত্রান্তর,জায়াপতিত্ব, ও পাণিগ্রহণ-মন্ত্র-সকলের সমাপ্তি হয় না, যথা উদ্বাহতত্ত্বে,

> মন্ত্র্ পাণিগ্রহণিকামন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং ।
> তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ।
> ইতি মনুবচনং তদ্বিবাহগতসংস্কারবিশেষার্থং
> অতএব নিষ্ঠেত্যুক্তং, তথাচ রত্নাকরঃ, পাণি-
> গ্রহণিকামন্ত্রা বিবাহকর্ম্মাঙ্গভূতা ইতি। সুব্যক্ত-
> মাহ রত্নাকরধৃতো লঘুহারীতঃ, তত্রাপি পাণি-
> গ্রহণেন জায়াত্বং কৃৎস্নং হি জায়াপতিত্বং সপ্তমে
> পদে ইতি। স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ
> সপ্তমে পদে পতি গোত্রেণ কর্ত্তব্য তস্যাঃ পিণ্ডো-
> দক ক্রিয়া পাণিগ্রহণিকামন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহা
> রকাঃ। ভর্ত্তৃর্গোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ।

পাণিগ্রহণ মন্ত্র সকল নিয়ত দারার লক্ষণ জানিবে, সপ্তপদী গমনে সেই মন্ত্র সকলের সমাপ্তি হয় এই যে মনুর বচন, ইহা বিবাহের একটী সংস্কার বিশেষের নিমিত্ত মাত্র, এই জন্যই নিষ্ঠা অর্থাৎ সমাপ্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রত্না-

কর তাহাই বলিয়াছেন যথা, পাণিগ্রহণের মন্ত্র সকল বিবাহ কর্ম্মের অঙ্গভূত মাত্র। রত্নাকর ধৃত লঘুহারীত তাহাই সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যথা, পাণিগ্রহণ দ্বারা জায়াত্ব হয় এবং সপ্তপদী গমনে সম্পূর্ণ জায়াপতিত্ব হইয়া থাকে বিবাহের পর সপ্তপদী গমনে নারীরা পিতৃ গোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়,তখন তাহারদিগের পিণ্ডোদকাদিক্রিয়া সকল পতি গোত্র দ্বারা করিতে হয়। পাণিগ্রহণের মন্ত্র সকল পিতৃ গোত্রের অপহারক, অতএব তাহার পর নারীদিগকে ভর্ত্তার গোত্র দ্বারা পিণ্ডোদকাদি দান করিবেক।

এই দুই অঙ্গ না হইলে যে বিবাহ সিদ্ধ হয় না এরূপ নহে, ইহাদিগের অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে দান ও গ্রহণেতেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, যথা উদ্বাহতত্ত্বে,

> বিবাহস্তু পাণিগ্রহণাৎ পূর্ব্বং কৃতএবেতি সুব্যক্তং
> হরিবংশীয় ত্রিশঙ্কূপাখ্যানে পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং
> বিঘ্নং চক্রে সুদুর্ম্মতিঃ যেন ভার্য্যা হৃতা পূর্ব্বং কৃতোদ্বাহা.
> পরস্যবৈ কৃতোদ্বাহা পাণিগ্রহণাৎ পূর্ব্বং হৃতেত্যর্থঃ

বিবাহটী পাণিগ্রহণের পূর্ব্বেই সম্পন্ন হয়, ইহা ব্যক্ত আছে হরিবংশে ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যানে, যথা, দুর্ম্মতি ত্রিশঙ্কু পাণিগ্রহণ মন্ত্র সকলের বিঘ্ন করিয়াছিল, যেহেতু সে অপরের বিবাহিতা ভার্য্যাকে পূর্ব্বে হরণ করে। এস্থলে যে পূর্ব্ব পদটী আছে, তাহার অর্থ পাণিগ্রহণের পূর্ব্ব

> পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে অসবর্ণাস্বয়ং
> জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি। শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতো-

দোবৈশ্যকন্যয়া বসনস্য দশাগ্রাহ্যাঃশূদ্রযোৎকৃষ্টবেদনে।
ইতি মনুবচনান্তরেঽপি উদ্বাহপাণিগ্রহণযোঃ পৃথক্ত্বং প্রতীয়তে

সবর্ণাবিবাহে পাণিগ্রহণ সংস্কার উপদিষ্ট হইয়াছে। অসবর্ণার বিবাহে এই বিধি জানিবে যে, উৎকৃষ্ট বর্ণের সহিত বিবাহে ক্ষত্রিয়কন্যা শরগ্রহণ করিবে, বৈশ্যকন্যা প্রতোদ অর্থাৎ পাঁচন বাড়ি গ্রহণ করিবে,এবং শূদ্রকন্যা বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবে, এই মনুর বচনেও বিবাহ ও পাণিগ্রহণের পৃথক্ কর্ম্মত্ব জানা যাইতেছে।

এই সকল আলোচনা দ্বারা এই মাত্র প্রতীত হইতেছে যে গ্রহণের নামই বিবাহ ও তাহাই প্রধান কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অপর-ছয়টী কর্ম্মই তাহার অঙ্গ মাত্র, এবং অঙ্গ কর্ম্ম সকলের মধ্যে কোন একটী না হইলেও প্রধানের অসিদ্ধি হয় না, কেবল অঙ্গহীন হয় মাত্র, সুতরাং কুশণ্ডিকা অর্থাৎ অগ্নির সংস্কার ও বৈবাহিক হোম না হইলে যে বিবাহ অসিদ্ধ হয়, তাহা কোন প্রকারেই বলা যাইতে পারে না, অতএব কুশণ্ডিকা ব্যতীত অবশ্যই বিবাহ সিদ্ধ হয়, ইহা নির্ণীত হইল

উপরোক্ত কুশণ্ডিকা গন্ধর্ব্বাদি বিবাহেতেই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, যথা,

গান্ধর্ব্বাদৌ বিধিমাহ দেবলঃ গান্ধর্ব্বাদিবিবাহেষু,
বিধির্বৈবাহিকো মতঃ কর্ত্তব্যশ্চ ত্রিভির্বর্ণৈঃ সময়েনা-
গ্নিসাক্ষিক ইতি

গান্ধর্ব্বাদি বিবয়ের বিধি দেবল কহিয়াছেন, যথা, অগ্নি

সাক্ষী করিয়া সপথ পূর্ব্বক তিন বর্ণের কর্ত্তব্য বলিয়া গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে বৈবাহিক বিধি কথিত হইয়াছে

গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে যে রূপ অগ্নি সাক্ষী করিবার বিধি পাওয়া যায়, ব্রাহ্মাদি বিবাহে সে রূপ অগ্নি সাক্ষী করিবার বিধি নাই, সুতরাং ব্রাহ্মাদি বিবাহে কুশণ্ডিকা বা বৈবাহিক হোম ব্যতীতও অবশ্যই বিবাহ সিদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই

আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্রাহ্মদিগের বিবাহে উপরোক্ত ছয়টি অঙ্গ মধ্যে নান্দীশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকা ও বৈবাহিক হোম পরিত্যক্ত হইয়াছে কিন্তু সম্প্রদান, গ্রহণ, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীগমন, এ সমস্ত অনুষ্ঠিত হয়, এ প্রকার বিবাহ যদিও অঙ্গহীন বটে কিন্তু তাহা যে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র মতে প্রকৃত বিবাহ, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না যাঁহারা এই বিবাহকে আদৌ বিবাহ নহে বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব মতের প্রতিপোষকে কোন ঋষি বচন বা শাস্ত্র দর্শাইতে পারেন না। তাঁহারা কেবল প্রচলিত প্রথানুসারে যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যদি সেই সমস্ত গুলিন না করিলে বিবাহ অসিদ্ধ জ্ঞান করেন, তবে নান্দীশ্রাদ্ধ না করিলে বিবাহ অসিদ্ধ হয় বলিয়াও তর্ক করা যাইতে পারে। বাস্তবিক যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্ম ও তদঙ্গ এই দুয়ের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে যত্নবান্ না হয়েন, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি গুলিকে বিসর্জ্জন দিয়া কেবল প্রচলিত প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই চলেন, বাস্তবিক তাঁহাদের কথা শাস্ত্রীয় বলিয়া কদাপি গ্রাহ্য নহে।

কোন কোন পণ্ডিত আদি সমাজস্থ ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্রানুমোদিত বিবাহকে অসিদ্ধ বলিতে সাহস না করিয়া কেবল তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া বিপক্ষ পক্ষকে ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু বিবাহ ক্রিয়ার অঙ্গহীনতা হেতু যদি অসম্পূর্ণ বিবেচনা করা যায়, তাহাতে প্রকৃত কার্য্যের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে না অতএব ব্রাহ্ম বিবাহ যে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই

অপর, বৈদিক সময়ে ঋষিদিগের দ্বারা দশ বিধ সংস্কার যে রূপে নির্ব্বাহিত হইত, বেদের মন্ত্র ভাগে তাহা প্রকাশিত রহিয়াছে পরে কল্পসূত্র কারেরা তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া সেই পরিবর্ত্তিত প্রকারে সূত্র রচনা করেন এবং তদবধি তদনুসারেই ঐ সংস্কার ক্রিয়া সকল চলিয়া আসিতেছিল। তৎপরে সংগ্রহ গ্রন্থকর্ত্তারা ঐ সূত্র সকলের অর্থ আলোচনা করিয়া নানা প্রকারে তাহার পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রস্তুত ও প্রচারিত করিয়া যান এ পর্য্যন্ত সেই পরিবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসারে ঐ সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু অনুষ্ঠান করিবার সময় পুরোহিতেরাও আবার তাহারও কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করিতেছেন এক্ষণে আদি সমাজস্থ অপৌত্তলিক ব্রাহ্মগণ সেই সকল অনুষ্ঠানের পৌত্তলিক অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার কিয়দংশ পরিবর্ত্ত করিয়া যে অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রচারিত করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই ঐ হিন্দু অনুষ্ঠানেরই পরিবর্ত্ত মাত্র এবং তাহাতে সংপ্রদান, গ্রহণ, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন আছে, কেবল নান্দীশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকা ও বৈবাহিক হোম

নাই এমন অবস্থায় ঐ বিবাহ অসিদ্ধ কথনই নহে, কেবল অঙ্গহীন মাত্র। ঋষিদিগের সময় অবধি এ পর্য্যন্ত যখন ঐ অনুষ্ঠান সকল ক্রমশ নানা প্রকার পরিবর্ত্ত ও কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়া আসিয়াও হিন্দু পদ্ধতি রূপে গণ্য হইয়া চলিতেছে, তখন আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ অপৌত্তলিক ব্রাহ্মেরা তাহার পৌত্তলিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া ও কোন কোন অংশ পরিবর্ত্ত করিয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহা কেন না হিন্দু অনুষ্ঠান বলিয়া গৃহীত হইবে। ঋষিদিগের সময় অবধি এ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয় কার্য্য কলাপই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী গ্রহণের নাম যে বিবাহ, তাহা কথনই পরিবর্ত্ত হয় নাই, তাহা চিরকালই সমান ভাবে আছে, এখনও তাহাই রহিয়াছে। অতএব এক্ষণকার হিন্দু প্রচলিত অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্ত মাত্র কারী অপৌত্তলিক ব্রাহ্মদিগের বিবাহ পদ্ধতিকে অবশ্যই হিন্দু পদ্ধতি বলা যায়, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্রাহ্মদিগের বিবাহ যে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হয়,ইহা সিদ্ধান্তিত হইল, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র রহিল না, ইতি।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

উক্ত বিষয়ে কাশীস্থ ও নবদ্বীপ, কলিকাতা এবং ত্রিবেণী প্রভৃতি সমাজস্থ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের নিকট হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা পত্র

প্রশ্নঃ

১—বহ্নিস্থাপনং বৈবাহিকহোমঞ্চাকৃত্বা বিহিতবাক্যোচ্চারণপূর্ব্বককন্যাদানাদুত্তরং বিহিতমন্ত্রেণ পাণিগ্রহণসপ্তপদীগমনাদৌ কৃতে বিবাহঃ সিদ্ধো ভবিষ্যতি নবা

২—উক্তপ্রকারেণ কন্যায়া দানে গ্রহণে চ কৃতে তস্মিন্ স্বামিনি বর্ত্তমানে তাং পুনরন্যস্মৈ সংপ্রদানং কর্ত্তুং শক্যতে নবা। অথবা তস্মিন্ স্বামিনি মৃতে সা বিধবা ভবিষ্যতি নবা।

৩—উক্তরীত্যা বিবাহিতা পত্নী তস্য স্বামিনঃ সকাশাৎ গ্রাসাচ্ছাদনং প্রাপ্তুমধিকারিণী ভবিষ্যতি নবা।

৪—উক্তরীত্যা বিবাহিতদম্পত্যোর্জাতাঃ পুত্রাঃ পিতৃমাতৃদায়াধিকারিণো ভবিষ্যন্তি নবা

বাঙ্গলা অর্থ।

১—বহ্নি স্থাপন ও বিবাহ বিহিত হোম না করিয়া বিহিত বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক কন্যা দানের পর বিহিত মন্ত্র দ্বারা পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমনাদি করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হয় কিনা

২—উক্ত প্রকারে কন্যার দান ও গ্রহণ হইলে,সেই স্বামী বর্ত্তমানে সেই কন্যাকে অন্য পাত্রে পুনর্ব্বার সংপ্রদান করিতে পারে কিনা

৩—উক্ত প্রকারে বিবাহিতা পত্নী সেই স্বামীর নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার অধিকারিণী হয় কিনা।

৪—উক্ত প্রকারে বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের পুত্রেরা পিতা মাতার ধনাদিতে অধিকারী হইবে কি না।

অস্যোত্তরং।

এতল্লিপ্যর্থানুসারীদৃগ্বিবাহঃ সিদ্ধ্যত্যেব প্রদানস্য স্বাম্যকারণত্বেন ভার্য্যাত্বসম্পাদকগ্রহণস্যৈব বিবাহত্বেন চ প্রতিপাদনাদিতরেষামঙ্গত্বপ্রতীতেরিতি সুতরাং তাং কন্যাং পুনরন্যস্মৈ দাতুং নৈব শক্যতইতি অনেনৈবান্তিমপ্রশ্নদ্বয়োত্তরস্য স্বহস্তিতত্বমিতি চ বিদুষাং পরামর্শঃ।

বাঙ্গলা অর্থ।

এই লিখনানুযায়ী এতাদৃশ বিবাহ সিদ্ধই হয়, যে হেতু দান স্বামিত্বের কারণ এবং ভার্য্যাত্ব সম্পাদক জ্ঞানপুর্ব্বক গ্রহণই বিবাহ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর ইতর কর্ম্ম সকল অঙ্গ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং সেই কন্যাকে পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে দান করিতে সমর্থ হয় না, এই উত্তর দ্বারা অন্তিম প্রশ্ন সকলও স্বীয় হস্তগত হইল, ইহা পণ্ডিতদিগের মত

অত্র প্রমাণং

১—মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞস্তাসাং প্রজাপতেঃ। প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণমিতি, মনুবচনং।

২—অতঃ পরং সমাবৃত্তঃ কুর্য্যাৎ দারপরিগ্রহমিতি সম্বর্ত্তবচনাৎ ভার্য্যাং বিন্দেত সদৃশীমিত্যাদি বিষ্ণ্বাদিবনাচ্চ ভার্য্যাত্বসম্পাদকং গ্রহণং বিবাহইতি, স্মার্ত্তলিখনং।

৩—প্রধানস্যাক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ। তদঙ্গস্যাক্রিয়ায়াস্তু নাবৃত্তির্নচ তৎক্রিয়েতি ছন্দোগপরিশিষ্টবচনং

৪—সকৃদংশোনিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে। সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎসকৃদিতি মনুবচনঞ্চ

বাঙ্গলা অর্থ

১—প্রজাপতির যজ্ঞ (হোম) তাহারদিগের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন রূপে বিবাহে প্রয়োগ হয় কিন্তু প্রদানই স্বামিত্বের কারণ ইহা মনুর বচন।

২—ইহার পর সমাবৃত্ত হইয়া (ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া) দার গ্রহণ করিবে এই সম্বর্ত্ত বচন হেতু এবং সদৃশী ভার্য্যা গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষ্ণু প্রভৃতির বচন প্রযুক্ত ভার্য্যাত্ব সম্পাদক জ্ঞান পূর্ব্বক গ্রহণই বিবাহ, ইহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দের লিখন।

৩—যে স্থলে প্রধান কর্ম্ম অকৃত হয়, সে স্থলে অঙ্গের সহিত তাহা পুনর্ব্বার করিবে, আর প্রধান কর্ম্ম করিয়া যদি অঙ্গ কর্ম্ম অকৃত হয়, তাহা হইলে অঙ্গের সহিত তাহা আর পুনর্ব্বার করিবে না, ইহা ছন্দোগপরিশিষ্টের বচন।

৪—অংশ এক বার হয়, কন্যাদান এক বার হয়, দান বাক্য এক বার মাত্র হয়, এই তিনই এক এক বার মাত্র, ইহা মনুর বচন।

কাশীস্থ

ন্যায়পঞ্চাননোপনামক
১ শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মণাং

২ পণ্ডিত কাশীনাথ শর্ম্মণাং
৩ পণ্ডিত বক্ষোর্দ্ধং শর্ম্মণাং

তর্কপঞ্চাননোপনামকানাং
৪ শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মণাং
তর্কভূষণোপাধিক
৫ শ্রীরাধামোহন শর্ম্মণাং
চূড়ামণ্যুপাধিক
৬ শ্রীরাজচন্দ্র দেব শর্ম্মণাং
তর্করত্নোপাধিক
৭ শ্রীঈশানচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং
দ্বিবেদ পণ্ডিত
৮ বস্তীরাম শর্ম্মণাং
শিরোমণ্যুপাধিক
৯ শ্রীকৈলাসচন্দ্র শর্ম্মণাং
১০ পণ্ডিত বেচনরাম শর্ম্মণাং
১১ পণ্ডিত চন্দ্রশেখর শর্ম্মণাং
১২ পণ্ডিতরামমনোরথশর্ম্মণাং
১৩ পণ্ডিত রামগোবিন্দ শর্ম্মণাং
১৪ পণ্ডিত বটুকী শর্ম্মণাং
১৫ শ্রীমথুরানাথ দেব শর্ম্মণাং
১৬ শ্রীনবীননারায়ণ শর্ম্মণাং
১৭ শ্রীভগবতীচরণ শর্ম্মণাং
১৮ শ্রীকালী কুমার শর্ম্মণাং
১৯ শ্রীরামদুলাল দেব শর্ম্মণাং
২০ শ্রীবেচারাম দেব শর্ম্মণাং
২১ শ্রীরামধন দেব শর্ম্মণাং
২২ শ্রীচণ্ডীচরণ দেব শর্ম্মণাং
২৩ শ্রীসূর্য্যনারায়ণ শর্ম্মণাং
২৪ শ্রীকাশীকান্ত শর্ম্মণাং
২৫ শ্রীরমানাথ দেব শর্ম্মণাং
২৬ শ্রীগৌরীকান্ত দেব শর্ম্মণাং
২৭ শ্রীঈশানচন্দ্র দেব শর্ম্মণাং
২৮ শ্রীহরচন্দ্র দেব শর্ম্মণাং

নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজস্থ

১ শ্রীরঘুমণি শর্ম্মণাং
২ শ্রীহরমোহন শর্ম্মণাং
৩ শ্রীঠাকুরদাস দেব শর্ম্মণাং
৪ শ্রীমাধবচন্দ্র দেব শর্ম্মণাং
৫ শ্রীকাশীনাথ দেব শর্ম্মণাং
৬ শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাং
৭ শ্রীরামগোপাল শর্ম্মণাং
৮ শ্রীব্রজকুমার শর্ম্মণাং
৯ শ্রীকৃষ্ণ কমল শর্ম্মণাং
১০ শ্রীশ্যামাপদ দেবশর্ম্মণাং
১১ শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাং
১২ শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মণাং
১৩ শ্রীহরিনারায়ণ দেব শর্ম্মণাং
১৪ শ্রীঅর্দ্ধচন্দ্র শর্ম্মণাং
১৫ শ্রীরাম চাঁদ দেব শর্ম্মণাং
১৬ শ্রীমহেশচন্দ্র দেব শর্ম্মণাং
১৭ শ্রীরাধানাথ দেব শর্ম্মণাং
১৮ শ্রীশ্রীনাথ দেব শর্ম্মণাং
১৯ শ্রীশ্রীকান্ত দেব শর্ম্মণাং
২০ শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র শর্ম্মণাং
২১ শ্রীনৃসিংহ শর্ম্মণাং
২২ শ্রীরামনাথ শর্ম্মণাং

২৩ শ্রীরাজকুমারশর্ম্মণাং ২৫ শ্রীহরনন্দন শর্ম্মণাং
২৪ শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মণাং।

কলিকাতা হাতির বাগান হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা পত্র

ইহার প্রশ্ন সকল প্রথমে দেওয়া হইয়াছে, তজ্জন্য পুনর্ব্বার এখানে আর দেওয়া হইল না।

অস্যোত্তরং।

এতল্লিপ্যর্থানুসারেণ উক্তবিবাহিতায়াবিবাহঃ সিদ্ধ্যত্যেব, তদ্বিবাহিতায়াঃ পুনরুদ্বাহোভবিতুং নার্হতি, তদ্বিবাহিতাজাতঃ পুত্রঃ পিতৃধনাধিকারী ভবতি, পত্যৌ জীবতি সা ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ গ্রাসাচ্ছাদনাদিকং প্রাপ্তুমর্হতি, পত্যৌ মৃতে তু সা বিধবা ভবত্যেবেতি বিজ্ঞবাস্পরামর্শঃ।

বাঙ্গলা অর্থ।

এই লিপি অনুসারে উক্ত বিবাহিত স্ত্রীর বিবাহ সিদ্ধই হয়, এই রূপ বিবাহিতা স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহের অর্হ নহে, এই রূপ বিবাহিতার গর্ভজাত পুত্র পিতৃধনাধিকারী হয়, পতি বর্ত্তমানে সেই স্ত্রী পতির নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার যোগ্য হয় এবং পতি মরিলে সে বিধবা হয়, ইহা পণ্ডিতদিগের অভিমত।

অত্র প্রমাণং।

মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞস্তাসাং প্রজাপতেঃ। প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণমিতি মনুবচনং। ভার্য্যাত্ত্ব-সম্পাদকগ্রহণং বিবাহ ইতি স্মার্ত্তলিখনং। বিবাহস্তু পাণি-

গ্রহণাৎ পূর্ব্বং বৃত্তএবেতি তল্লিখনং। উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহ ইত্যাদিত্যপুরাণবচনঞ্চ। এবমন্যৎপ্রমাণং সর্ব্বজনবিদিতমিতি ন লিখিতং।

এই প্রমাণ সকলের বাঙ্গলা অর্থ প্রায়ই উপরে লিখিত হইয়াছে এজন্য পুনর্ব্বার দেওয়ার প্রয়োজন হইল না।

১ শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাং
২ শ্রীবগেশচন্দ্র শর্ম্মণাং
৩ শ্রীগোবর্দ্ধনতর্করত্নস
৪ শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মণাং
৫ শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মণাং
৬ শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্মণাং
৭ শ্রীকালীকুমার শর্ম্মণাং
৮ শ্রীভবদেব শর্ম্মণাং
৯ শ্রীবনমালি শর্ম্মণাং

PROFESSOR MAX MULLER'S OPINION.

"I have no hesitation in saying that the Brahmo Marriage such as I know it would be a valid marriage according to the spirit of ancient law of India, nor have I any doubt that modern Legislation can regard marriage only in the light of a civil contract, leaving the religious ceremonies, if any, to be settled by the contracting parties.

YOURS FAITHFULLY
MAX MULLER.

OXFORD,
December 10, 1871.

বাঙ্গলা অনুবাদ।

সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোক্ষমূলর সাহেবের অভিমত।

ব্রাহ্মদিগের বিবাহ বিষয় আমি যে রূপ জানিতেছি, তাহাতে উহা যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্যবস্থার ভাব-সঙ্গত, ইহা আমি অশঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি, আর এ বিষয়েও আমার কোন সংশয় নাই যে বর্ত্তমান ব্যবস্থাপকগণ ঐ বিবাহকে সিবিল কণ্ট্র্যাক্ট অর্থাৎ সম্মতি বন্ধন বলিয়াই ধার্য্য করিবেন, ধর্ম্ম-ঘটিত যে কোন ক্রিয়া কলাপ, তাহা তৎসম্বন্ধবর্ত্তীদিগের স্বেচ্ছানুসারে স্থিরীকৃত হইবে, তাঁহারা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

অক্‌স ফোর্ড
১০ ডিসেম্বর ১৮৭১

মোক্ষমূলর।

MR STEPHEN'S OPINION ON NATIVE MARRIAGE BILL

(From the Indian Daily News,
15 January, 1872.)

In what I am about to say, I must not be taken to express anything except my own personal opinion as a lawyer. I must remark for the benefit of persons who may read my speech and suppose that my position gives it some degree of binding authority, that this is not the case. The Legal Member of Council is not a Judge. No Court is bound to attach any weight whatever to his views, or even to listen

to a reference to them. My opinion carries just so much weight as my attach to the arguments used and the authorities cited by me, and no more. With this caution I proceed to give my opinion upon those parts of Mr Cowie's opinion which I have just read. What I have to say is relevant to the matter in hand, because it explains to the scope of Section of the Bill, and also because it directly affects the question of the validity of Brahmo marriages, both Adi and Progressive, independently of the Bill, as well as the validity of the marriages of other classes of persons who may not see their way to accepting its provisions.

Generally, then, I am unable to agree with Mr. Cowie's opinion. I regret that it should have been given so shortly, and without reference to authorities. The first question is as follows:—

Question.—Whether, in the absence of a special enactment the general spirit of English law is favourable to marriages contracted between individuals of a new religious community under purely moral and religious necessities, and upon principles and after a ritual not sanctioned by any existing legally recognized communities, or will it hold such marriages to be illegal at once?

Mr. Cowie says that he hardly knows how to answer this question. I should answer it as follows:—

The law by which questions as to marriage between Natives must be regulated is either Hindu law, Muhammadan law, or the law of justice, equity and good conscience, in cases not expressly provided

for. Now, the case of a "marriage contracted between individuals of a new religious community under purely moral and religious necessities, and upon principles and after a ritual not sanctioned by any existing legally recognized communities" is surely a case not expressly provided for. The right of persons to change their religious belief without incurring any penalty thereby is clearly recognized by Act XXI of 1850. The effect of this change upon their power to contract marriage is not expressly provided for by that or by any other Act. Therefore, it must be settled by justice, equity and good conscience.

The best measure of justice, equity and good conscience with which I am acquainted, and the one which is always resorted to by Indian Courts, is to be found in those parts of the decisions of English Courts, and they are very numerous, which deal, not with teachnicalities peculiar to English law and English customs, but with broad general principles founded on human nature itself, and recognised with various degrees of distinctness by all or nearly all civilized nations. The English bench has been able to boast of Judges who might be regarded almost as personifications of justice, equity and good conscience, and it so happens that the most distinguished of all of them—I mean the great Lord Stowell applied the whole force of his mind in the greatest of his judgments to the *consideration* of a question very like that which was put to Mr Cowie by the Brahma-

Samaj. Some of the further applications of his solution of that question were discussed with an unparalleled degree of care by the high Court of Queen's Bench, and the House of Lords, who required the opinions of the fifteen Judges on the subject in the case of *Reg* v. *Millis.* The report of that case forms a sort of Manual of the English Law on the subject of marriage in general. In the case of *M' Lean* v. *Cristall*, decided about twenty years ago by the Supreme Court of Bombay, the application of that decision to India is discussed at great length, and it appears to me that these authorities form as good an exposition of the principles of Justice, equity and good conscience, applicable to the present matter, as any one could desire. I will proceed to state what I understand than to decide I will then point out what in my judgment is the proper way of applying the principles so laid down to this country.

These memorable decisions disclose the existence of a state of the law of which I have reason to believe the public in general and even many lawyers are ignorant. They establish in the clearest manner the following painciples :—

" 1. The marriage law of Europe in general was derived from the same sources, and was substantially the same in every part of Europe, subject to certain variations in particular countries.

" 2. By that law marriage could be contracted by a contract *per verba de prsenti* without any religious ceremony whatever, and, in particular, without

the presence or intervention of any priest or minister of religion

"3 By a local peculiarity of the law of England the presence of a minister in episcopal orders was by the common law of England necessary to the validity of marriage

"4 There is authority in favour of the proposition that this local peculiarity of English law was not introduced into British India or other foreign possessions of Her Majesty.

With your Lorship's permission I will enlarge a little, and it shall be as little as I can upon each of these propositions.

The proposition that the general marriage law of Europe is substantially the same, though there local exceptions, has obviously a most important bearing on the question put by the Brahmos to Mr. Cowie — What is the general spirit of English law upon this subject? European Judges in this country called upon to dispose of cases according to justice, equity, and good conscience can hardly do better than take the general rule which extends over all Europe as their guide, and not local exceptions which must be presumed to be founded upon special local reasons even if those local exceptions prevail, as in the present case, in tow-thirds of the United Kingdom. The proposition itself needs little exposition or proof It follows from the fact that, in every part of Europe, both religion and law were derived from the same or similar sources

The proposition that, by the general marriage law of Europe, marriage could be contracted by mere *verba de præsenti*—" I take you for my husband " and " I take you for my wife," without the intervention of any religious ceremony at all, or the presence of any minister of religion—may probably be more novel. It is however established beyond all possibility of doubt by the famous judgment of Lord Stowell in *Dalrymple* v. *Dalrymple.* This judgment shows that the well known Scotch marriages which have furnished so many incidents to romance are not, as has been supposed by some persons, an expression of the reaction of Scotch Protestantism against the Roman Catholic doctrine that marraige is a sacrament, but are a fragment which still survives in Scotland of the old law which prevailed throughout the whole of Christendom until it was altered to some extent by the decrees of the Council of Trent in the countries which acknowledged the authority of that Council.

A very curious history attaches to the next proposition, that, by a local peculiarity of the municipal law of England, the presence of a priest in orders is necessary in England to the validity of a marriage *per verba de præsenti.* The marriage law of England was in the main unwritten and undefined, and corresponded in the main with the general marriage law of Europe down to the year 1753, when the famous Act, known as Lord Hardwicke's Marriage Act (26 Geo. II, cap. 33) was passed. Broadly speaking, this Act annulled all irregular marriages

except those of Quakers and Jews. It did not extend to Ireland, nor to the Colonies, nor to British possessions abroad. There the English common law, or so much of it as had been introduced into each particular colony, remained in force. The Act, however, put a stop to irregular and clandestine marriages in England, and the learning connected with them thus came to be forgotten. In Ireland, they continued for reasons connected with the unhappy condition of that country. In the year 1842, a man named Millis was tried in Ireland for bigamy committed by him by marrying during the lifetime of a woman to whom he had been married by a Presbyterian Minister in Ireland. His counsel said that the first marriage was void by the common law of England (which applied to the case), because by that law the presence of an episcopally ordained minister was essential to the validity of marriage. The Court of Queen's Bench in Ireland was equally divided in opinion on the subject, and the matter went up to the House of Lords. The House of Lords called for the opinions of the Judges who, after much hesitation, gave it as their unanimous opinion that the presence of a minister episcopally ordained was necessary to the validity of the marriage, and that the man must therefore be acquitted. The House of Lords was equally divided in opinion, Lord Brougham, Lord Denman, and Lord Campbell disagreed with the Judges. The Lord Chancellor (Lord Lyndhurst), Lord Cottenham, and Lord Abinger agreed with them. Upon

this, the maxim *præsumitur pro negante* was applied, and as the question was whether Millis was rightly convicted of bigamy, the answer given was that he was not. It follows from this that, though the highest Court of Law in England has undoubtedly affirmed the principle stated, it has done so merely by applying a highly technical rule to the decision of a Court which happened to be equally divided. If the question had come before the House in a different shape, the presumption would have acted in the other direction, and the contrary principle would have been affirmed. It would be presumptuous in me to express an opinion as to whether the two Chancellors and the Lord Chief Justice of England who took one side of the qustion, or the two Chancellors and the Lord Chief Baron who took the opposite side were right. I may observe in passing that any one who wishes to see the strenght and the weakness of English law illustrated in the highest possible degree would do well to study this case. The report of it fills 374 large octavo pages, in which I think hundreds of the authorities must have been quoted on the one side and the other. Nowhere, on the one hand, can there be found greater learning, greater ability, greater power of argument and illustration. Nowhere, on the other hand, there be found subject of such vast immediate practical interest wrapped so closely in an obscurity which might have been removed by two lines of legislation, nor an equal expenditure of every sort of mental resource

with a less satisfactory result in the shape of any definite conclusion. I shall not, however, detain your Lordship and the Council with any observations on this extraordinary case, except for the purpose of introducing the last of my propositions, which is that it appears on the whole probable, that the exceptional incident which as the House of Lords decided attaches to the English common law on the subject of marriage did not form an item in that part of the common law which Englishmen carried with them into foreign countries. In such a conflict of authority we may, I think, be permitted to doubt whether the doctrine in question did relly form part of the common law of England. If it did, we must suppose, to use the words of Lord Brougham, "that England alone is the only solitary but prominent exception to that law, that rule, that polity, that system" (wich prevails all over the rest of Europe) and alone adopts a *principle not only irreconciliable with, but in diametrical hostility and opposition to the polity and the legal and ecclesiastical system of all Christian Europe. It would further be necessary to belive in the words of Lord Campbell, "that Quakers and Jews believing they were living in a state of lawful matrimony had been living in a state of concubinage,* and that their children who had been supposed to be legitimate are all to be considered as bastards." Also, that marriages performed by Presbyterian ministers in England (probably it should be Ireland) in India and other parts of

the Queen's dominions which have been considered as lawful are unlawful, and that the parties are living in a state of concubinage, and that their children are illegitimate. It would be necessary to account for the fact that one of the most famous cases ever decided on the subject (the case of *Lindo* v. *Belisario*) expressly recognized and proceeded upon the supposition of the existence of a valid form of marriage amongst Jews, though it decided that in the particular case before the Court that form had not been observed. It would be necessary to account for the fact that Lord Hardwicke's Marriage Act and various reported cases assume the validity of such marriages as well as that of Quaker's marriages. It would further be necessary to suppose that the English settlers in America, and Englishmen resident in India had entirely mistaken the law under which they lived, for there can be no doubt that in the United States, marriage without the intervention of any ecclesiastical ceremony or the presence of a priest were and are regarded as valid at common law, and it is equally certain that for a great length of time, marriages were celebrated between English people in India otherwise than in the presence of episcopally ordained clergymen.

I need not detain the Council with an account of the manner in which these difficulties were dealt with by the great authorities who did not regard them as conclusive, or with the difficulties which attach to the opposite view, and which are stated with the

utmost force by Chief Justice Tindal, in delivering the opinions of the Judges; but I must observe that the Judges who were unanimous in thinking that a contract *per verba de præsenti* was not actual marriage were equally unanimous in the opinion that such a contract was at common law indissoluble, even by the consent of both parties and that, but for Lord Hardwicke's Act, specific performance of it by a public and regular celebration of the marriage might have been compelled.

The immediate inference which I wish to draw upon these matters is a most important, though in a sense a somewhat narrow one. It is that, whether the peculiarity in question did or did not form part of the common law of England, it was not, at all events, an item of that portion of the common law which the English carried with them into India. The general rule upon this matter is well known, and perfectly reasonable. It is that Englishmen carry with them into foreign countries in which they settle so much of the common law as is suitable to their circumstances. It is almost too plain to require illustration, that that part of the English common law which required the presence of a priest in episcopal orders to render a marriage valid would be altogether unsuitable to the circumstances of Englishmen in such a country as this in which it might in many cases be all but physically impossible to fulfil the condition in question. Upon this point there is an express decision of the Supreme Court of Bombay.

It is contained in a judgment given by Sir Erskine Perry in the case of *Maclean v Cristal*. The case went up to the Privy Council afterwards, but was decided upon a different ground.

This review of the authorities on the subject seems to me to authorize the following statement:—The law of Christian Europe in general and that part of the law of England in particular which has been introduced into India, regards the good faith and intention of the parties, and not the form in which a marriage is celebrated, as the principal test of its validity. If the deliberate opinion of great bodies of men expressed by their laws is to be taken as an exponent of justice, equity, and good conscience, and I know of no better, this would appear to be the teaching of justice, equity, and good conscience upon the point in question To conclude what I have to say on this head. I ought to remind your Lordship of the intensity of the strain which at the most memorable period of European history this principle sustained and survived. I refer to what happened at the Reformation. Christian Europe was then split into hostile camps, animated against each other by the most determined and desperate hostility. Such epithets [illegible] blasphemers, and idolators were freely exchanged between the opposite parties, and the wars between them carried fire and sword over every part of Europe and over every sea in the world for at least eighty years. There was, however, one reproach which neither party in their highest exas-

peration levelled against the other. When they racked their ingenuity to discover names and phrases which would throw contempt on all that their antagonists hold most sacred, they never went so far as to deny the validity of each other's marriages. Protestants might speak of the mass in a way which Roman Catholics described as blasphemy. Catholics might apply to Protestants language which they felt as an intolerable insult, but neither said to the other—"Your marriages are void, the women you call your wives are harlots, and the children born of them are bastards." The fact that even at the height of the most furious religious excitement that the world has ever seen, that last reproach was spared in most cases (for I would not venture to say that there were no exceptions), appears to me to have been a practical triumph of justice, equity, and good conscience,—a practical recognition of the fact that religious differences do not go to the very foundations of human society, and that there are common principles of union which lie too deep to be affected by theological disputes. Such, I think, are the principles by which this matter should be governed.

I proceed to point out the way in which they bear, as it seems to me, upon the question put by the Progressive Brahmos to Mr. Cowie. The case which the Brahmos contemplate is that of a newly formed body of persons professing a common religious belief, and known by a common name who have, for reasons of their own, adopted forms of marriage differing

from those commonly in use Are such marriages, they ask, valid or not ? A second question to which Mr. Cowie refers as being very obscure is whether, if a new sect of Hindus forms itself in the general Hindu body, and adopts forms of marriage of its own, those forms would be regarded as valid by the law administered by the High Court ? The answer to the first question would determine the validity of the marriages of Progressive Brahmos assent from this Act. The answer to the second question would determine the validity of the marriages of the Adi Brahmos.

I should be inclined to answer these questions in the affirmative, but to couple that answer with qualifications which render it obviously desirable that the matter should be dealt with by the Courts of Law as occasion requires, and not by the legislature by a declaratory enactment. The line which in my judgment should be drawn between the provinces of direct and judicial legislation is this Each has its advantages. When we are sure of our ground, when we clearly understand our objects, where we are laying down rules for institutions with which we are familiar, where, in a word, we have full experience to guide us, there can be no doubt that direct legislation is best. It is the shorter, more accessible and more distinct of the two. Great, however, as those advantages are, there are cases in which they are counterbalanced by others which belong to judicial legislation. By leaving cases to be settled by Courts

of Law, when and as they arise, the necessity for settling an immense number of cases at all is altogether avoided. They settle themselves in a natural way by the good sense of the parties concerned. In other cases, by delaying the decision of a question till it actually arises, and by then deciding nothing more than is required by the circumstances of the particular case, much needless discussion and irritation is avoided, and which is far more important, the possibility of inflicting grave injury on classes of persons whose interests are unknown to, or over-looked by, the legislature is to a great extent avoided. I think that a person, who should attempt to lay down by a declaratory Act general principles as to the conditions under which irregular Native marriages are to be held void or held good, would be very rash. I should certainly entirely decline the responsibility of attempting to do so. An opinion may be given on a case clothed in all circumstances, but to draw up a general Native marriage law, declaring what forms of marriage are, and what are not valid, and within what limits and by what means existing forms may lawfully be varied would require an amount of knowledge and wisdom which no human being possesses, and which no rational person could for a moment suppose himself to possess.

For those reasons I think that the answer to the question put by the Brahmos is one which should be given by the Courts of Law on particular cases as they arise not by the legislature; but I venture

to make some observation on the principles, on whic as it appears to me, they ought to be decided How those principles would apply to any particular case is a question on which I can of course express no opinion. The way in which the Courts would deal with such a question, I think, would be somewhat as follows.

"Taking first, the case of an entirely new religious body, with marriage ceremonies of its own, they would proceed to consider by what law the question of the validity of such marriages must be determined. The question assumes that the parties have renounced the Hindu religion (I omit the mention of the rest for the sake of brevity) and to be subject to no other personal law. This they have a clear legal right to do without incurring any penalty both by Act XXI of 1850 and by the law explained in the case of *Abraham v. Abraham*. Questions between them must, therefore, be determined according to justice, equity and good conscience. Is it then just or equitable or acording to good conscience that if two of them make a contract of marriage, that contract should be held to be void? I think not Most people regard marriage as a contract and something more, but I never yet heard of any one who denied that it is at all events a contract, and by far the most important of all contracts. It certainly is not regarded in this country in all cases as a contract between the persons maried, as it is in Europe, but it certainly is regarded as a contract between some

persons, the parents of the parties or the parent of the girl and the husband. Whatever words we may chose to employ, it is clear that all the elements of a contract must, from the nature of the case, be found wherever a marriage occurs. There must be an agreement as to a common course of conduct, there must be a consideration for that agreement, and there must be as the consequence a set of correlative rights and duties. Call this what you will, an institution, a state of life, a sacrament, a religious duty. It may be any or all of these, but it is a contract too, and in the very nature of things it always must be so. Where then is the connection between these two propositions, A. and B are not under the Hindu law. Therefore, A and B cannot enter into a binding contract to live together as husband and wife? It would, I think, be as reasonable to say that, because A and B are not Hindus, they cannot make a binding contract of sale or of personal service. Surely, if any two propositions about justice can be regarded as indisputably true, they are these. It is just that people should be able to enter into contracts for good purposes. It is just that they should perform such contracts when they have been made. But if this is admitted, it must inevitably follow that it is just that they should be able to make, and should be compelled to keep when made, a contract of marriage, and the fact that they are not subject to Hindu or Mohammadan law, would prove only that their non compliance with Hindu or Mo-

hammedan ceremonies did not invalidate their contract. It is very common to enact that the observance of certain forms is essential to the validity of certain contracts. In England, land must be conveyed by a deed, contracts of certain sorts must be in writing, and so on. This is peculiarly true of marriages. The observance of special forms is directed by the laws of most nations, though such forms were not or at least used not to be in most European countries (as I have shown) essential to the validity as distiguished from the regularity of the marriage. The manner of celebrating marriage, however, is matter of form. The intention and the capacity of the parties to contract is the essence, and if, as in British India, a person is able at his pleasure to exempt himself from operation of the law which prescribes the form, it appears to me to follow not that he is prevented from *contracting at all, but that he is not obliged to contract in any one particular manner*. To say that people who have ceased to be Hindus cannot contract marriage, because they cannot practise the Hindu rites, seems to me like saying that, if a man were not subject to the Statute of Frauds, he could not bind himself by a verbal contract to sell goods worth £100, because the Statute of Frauds says that such contracts must be in writing. The inference surely is directly the other way. If a certain law prescribes a particular way of doing a given act lawful in itself and you happen not to be subject to that law, the result is not that you cannot do the act at all, but

that you need not do the act in that particular manner.

I confess that I cannot see how this argument can be answered except by the assertion that the Hindoo law is of such a nature that a person who by birth and race is subject to it, is permanently incapacitued from contracting marriage except under its forms That is an intelligible proposition, and would be true if the Hindoo law was a territorial law like the law of England, or the Penal Code in India, or if it were a personal law from which a man could not withdraw himself; but this is precisely what it is not, and to hold that it is, would be to repeal Act XXI. of 1850 by inflicting a penalty, to wit, disability to marry, upon persons who renounced the Hindoo religion, and so much of the Hindoo law as is dependent upon, and substantially identical with it. Sir Henry Maine supposed the omission in Act XXI. of 1850 of all reference to the subject of marriage arose from inadvertency or from too rigid an adherence to the policy of dealing only with the immediate point which required decision. It may have been so, but I am myself disposed to think that the authors of that Act took account of the very arguments which I have stated, and agreed with me in thinking that, if the matter ever came before the Courts, they would hold that, when a man exercised the right assured to him by the Act of changing his religion, he acquired by that very circumstance the right to form a contract of marriage in ways other than those

authorized by Hindu law Mr. Cowie's opinion seems to assume that people have no right to marry, expect under the provisions of some specific law, which prescribes for them a form of marriage. The cases which I have quoted appear to me to establish in the broadest way, and on the most general principles, that it is just, equitable and according to good conscience that all men should have a right to marry, although the law to which they are subject, may prescribe the manner in which that right is to be exercised. In India, as we all agree, there is no fundamental common law other than the law of justice, equity and good conscience upon this subject. If a man is not a Hindu, nor a Muhammadan, nor a Parsi, nor a Christian, nor a Jew, no form of marriage is prescribed for him by law. Does it follow that he cannot marry at all ? Certainly not. What follows is that his rights must be determined by the general maxim that contracts for a lawful object, and made on good consideration, are valid, and must be performed, and I have yet to learn that marriage is in a general sense unlawful or immoral, or that the promise to perform conjugal duties by wife or husband is not a good consideration for the promise to perform reciprocal duties by the husband or wife.

It is of the utmost importance to add to this broad statement of principle, an earnest caution against the supposition that it can or ought to be applied to practice without qualifications which greatly diminish its apparent latitude and simplicity. If

justice, equity and good conscience require that people should not be debarred from marriage, they may also be said to make wide, though certainly somewhat vague, demands on the parties who contract a marriage otherwise than according to established rules, and what those demands may be no one can, I think, undertake to say until cases arise which raise the question. I will suggest a few points which will show the extreme delicacy of such questions, the impossibility of deciding them before, and the uncertainty which must in consequence attach to the validity of every marriage which is not solemnized according to some well-known and established rule. In the first place I think that Judges before whom the validity of such a marriage was brought into question might well take a view of the mode of celebrating marriage closely analogous to that which was taken by the twelve Judges in the case of *Reg. v. Millis* as to the common law of England The Judges in that case thought that, though great latitude was allowed as to forms of marriage by the common law, the performance of some sort of religious ceremony by a minister ordained in a particular way was essential to its validity. Indian Judges might well say in analogy to this, that taking into account the habits and feelings of the Natives of this country, and in particular, taking into account the fact, that in some cases, marriage contracts are made rather by the parents than the parties, it is neither just nor equitable nor according to good conscience that a binding

marriage should be contracted without any witnesses, any ceremonial, any sort of social sanction derived from the habits of some body of persons connected together by common social habits. Scotch law goes far when it enables a man and woman to marry each other by a few words exchanged in the course of a casual conversation; but Anglo-Indian law would go infinitely farther if it held that two people could in that manner convert their children into man and wife. It may well be considered equitable that if such a thing is to be done at all, it should be done under the sanction of some degree of publicity, and according to some mode of procedure known to and practised by a considerable number of persons. On such a point, the Indian Judges might, perhaps, take as their guide the case of the Jew and Quaker marriages, and say (as the Judges said in *Reg.* v. *Millis*) that the validity of these marriages in England was recognized, not because all marriages *per verba de præsenti* are valid, but because they were marriages performed amongst classes or persons who had attained a recognized and peculiar position for their peculiar religious rites. If the Court took this view, they would have to adjust it to particular cases, and to be guided in so doing by particular facts. They would have to try the question whether this or that marriage had been contracted according to any known rite whatever, and whether the body which practised that rite had such a degree of unity and consistence as to deserve the name of a distinct sect or body of

persons. The view they might take upon any of these questions might determine their view as to the validity of any given marriage or class marriages.

Mr. G. M. TAGORE'S OPINION ON THE VALIDITY OF BRAHMO MARRIAGES.

I am clearly of opinion that the Brahmo marriages amongst Brahmos according to their revised Hindu ritual are valid in point of law and that legislative interference is not needed to give them legal validity.

The question of status as regards the progeny of these reformed marriage is quite distinct from the question of marriage.

Menu in Chapter 3 vs. 12 to 15 lays down:

12 "For the first marriage of the twice born classes a woman of the same class is recommended, but for such as are impelled by inclination to marry again, women in the direct order of classes are to be preferred."

13 " A *Súdra* woman only must be the wife of a *Súdra;* she and a *Vaisya* of a *Vaisya;* they two and a *Cshatriya* of a *Cshatriya;* those two and a *Brahmin* of a *Brahmin.*"

14 "A woman of the servile classes is not mentioned even in the recital of any ancient story as the first wife of a *Brahmin* or of a *Cshatriya* though in the greatest difficulty to find a suitable match."

15 "Men of the twice born classes who through weakness of intellect irregularly marry women of

the lowest class, very soon degrade their families and progeny to the state of Sudras."

Menu does not invalidate mixed marriages between Brahmin and Sudras; he only lays down that the status of the progeny is degraded.

In Paudaiva Telaver v. Puli Telaver. I mad H. C. R. P. 478. C. J. Scotland, in delivering his judgment said: "It is not however to be understood that supposing the late Zemindar and the second plaintiff (his wife) had been of different castes the marriage would in my opinion have been invalid. The general law applicable to all the classes or tribes does not seem opposed to marriage between individuals of different sects or divisions of the same class or tribe, and even as regards the marriage between individuals of a different class or tribe, the law appears no more than directory. Although it recommends and inculcates a marriage with a woman of equal class as preferable description, yet the marriage with a woman of a lower class or tribe than himself appears not to be an invalid marriage rendering the issue illegitimate." *Menu.* Ch 3. Cl 12. *et seq mitacoh.* ch 1. S 11. cl 2 and note, 1 Stra H. L P. 40.

According to this view of the law, there being no proof of special (custom or usages the marriage would be valid even though the parties had been of different sects or caste divisions of the fourth or Sudra class.

With respect to marriages amongst the Adi

Brahmos who strictly preserve the caste distinctions the marriages are not only valid but the status of the progeny by such marriages is not at all affected. It is widely different from a Hindoo point of view with respect to mixed marriages amongst the Progressive Brahmos

The progeny by such marriages are degraded in rank and class and they cannot inherit the wealth of their Hindoo ancestors who rigidly maintained their caste distinctions.

The Lex Loci Act commonly called the Convert's Act does not protect the progeny of outcastes in their rights of inheritance.

"H. an Englishman had five children by two Madras Hindoo women, one a married one of the Brahmin caste living apart from her husband. The children were brought up as Hindoos, and lived together as a joint family. H. devised an estate to the children in equal shares. Held that the children were Hindoos and their rights to be governed by that Law

That being children of a Christian father by different Hindoo mothers although constituting themselves co-partners in the enjoyment of the property after the manner of a joint Hindoo family yet that the partnership so constituted differed from the co-partnership of a Hindoo family as defined by the Hindu law, and that at the death of each son his lineal heir representing their parent would be entitled to enter into that partnership. *

* *Query.* Whether such a right of inheritance extends to collaterals.

A suit having been instituted by one of the children against his brothers for partition of the estate, a razinamah was executed, by which the shares and the amount to be paid to each was ascertained with provisions against alienation by sale, mortgage, lease or any separate share. Held that each co-sharer might nevertheless alienate by will *Myna Boyee* v. *Ootaram myaràm*. 8. M. I. Ap. p 400.

This is a question which ought to be left to Courts of Justice when a case involving the point in issue comes for decision.

The question whether the revised ritual of the Brahmos can in any way affect the validity of the marriages of the Brahmos is of considerable importance affecting the interests of a large and increasing community.

My reading of the Hindu Law is strongly in favor of the legal validity of the marriage.

Marriage with the Hindus is not so much a sacrament of ritual or formula as of eternal fellowship and union for life.

See, Principles of Law in the Punjab p. 14.

7. In any class or sect a marriage otherwise unobjectionable will not be set aside by the Courts, to the prejudice of the heirs on account of an alleged informality, provided that the parties shall appear to have acted in good faith Among Sikhs what are known as "Chudurdalua" marriages are valid. By the Hindu law among the lower castes if an agreement shall have been made and co habitation ensued, marriage may be presumed although the full religious ceremony may not have been performed.

My reasons for thinking so are as follows:—

1st. The ritual of marriage ceremony* in the different *Vedas* vary much in details.

2ndly. The growth of heretical sects amongst the Hindus is not an uncommon phenomenon or feature in the Aryan polity.

For instance "The *Jains* have in like manner priests who have entered into an order of devotion; and also employ *Brahmins* at their ceremonies; and for want of *Brahmins* of their own faith they even have recourse to the secular clergy of the orthodox sect."

See, Colebrooke on the religion &c of the Hindus P. 283.

3rdly. The Act for the remarriage of the Hindu widows has weakened the ritualistic character of Hindu marriage, because the original Hindu ritual is inapplicable to such cases

4thly. According to Hindu traditions the ritual of Hindu marriages did not form an important element in Hindu marriages.

"*Jayadeva* was an inhabitant of a village called *Kinduvilva*, where he led an ascetic life and was distinguished for his poetical power and the fervour of his devotion to *Vishnu* He at first adopted a life of continence and was subsequently induced to marry A Brahman had dedicated his daughter to *Jagannath*, but on his way to the shrine of that deity, was addressed by him and desired to give his daughter to *Jayadeva* who was one with himself. The saint who, it should appear, had no other shelter than the shade of a tree and was very unwilling to bur-

den himself with a bride, but her father disregarded his refusal and leaving his daughter with him departed. *Jayadeva* then addressed the damsel and asked her what she proposed to do, to which she replied, "Whilst I was in my father's house I was obedient to his will, he has now presented me to you, and I am subject to your pleasure; if you reject me, what remains for me but to die." The saint finding there was no help for it, turned householder. · Works by H. H. Wilson. Essays on the religion of the Hindus. vol I. P. 65.

Gift and acceptance are the primary elements of Hindu marriage, not the formula or ritual.

5thly. The great English Jurist Sir Matthew Hale is of opinion that all marriages according to the persuasions of English or Christian sectaries ought to have their effects in Law.

"And therefore in a trial that was before him when a quaker was suid for some debts owing by his wife before he married her and the quaker's Counsel pretended, *that it was no marriage that had passed between them, since it was not solemnized according to the Rules of the Church of England.* He declared that he was not willing on his own opinion to make their children bastards and gave directions to the jury to find it special.

It was a reflexion on the whole party that one of them, to avoid an inconvenience he had fallen in to, thought to have preserved himself by a defence that if it had been allowed in law must have made their whole issue bastards and incapable of succession; and for all their pretended friendship to one another,

if this Judge had not been more their friend than one of those they so called, their posterity had been little beholden to them But he governed himself indeed by the law of Gospel, doing to others what he would have others do to him, and therefore because he would have thought it a hardship not without cruelty, if amongst Papists all marriages were nulled which had not been made with all the ceremonies in the Roman ritual, so he applying this to the case of the sectaries, he thought all marriages made ac. cording to the several persuasions of men ought to have their effects in Law."

See. The Life and Death of Sir Matthew Hale. By the Rt. Revd. Father in God *Gilbert* Ld. Bishop of Sarum. P. P. 73. 74

Lastly, The religions of the world are from a legal point of view institutions and their classifications are to be preserved as much as possible in the adjudication of cases. As lawyers we have nothing to do with the abstract dogmas or creeds of communities. If the Progressive Brahmos are anxious to adhere to Hindu nationality and to avoidbeing merged with the native Christians, they must be amenable to Hindu law and to Hindu classification. They have elected their own master and they must submit to the authority of that master.

C. M. Tagore.
7 Ladbroke Gardens
Notting Hill
London.

November 17th. 1871.

বিক্রমপুরস্থ ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক মহাশয়দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত ব্যবস্থাপত্র।

বিহিতবাক্যোচ্চারণপূর্ব্বকবরকর্ত্তৃকগ্রহণে বিবাহাঙ্গবহ্নিস্থাপনহোমাদীনামকরণেঽপি বিবাহঃ সিদ্ধ্যতীতি, সম্প্রদানস্য স্বামিত্বকারণত্বেন ভার্য্যাত্বসম্পাদকগ্রহণস্যৈব বিবাহত্বেন চ প্রতিপাদনাদিতরেষামঙ্গত্বপ্রতীতেরিতি সা পুনরন্যস্মৈ দাতুং ন শক্যত ইতি। তস্মিন্ স্বামিনি মৃতে সা বিধবা ভবতীতি। সা তৎস্বামিনঃ সকাশাৎ গ্রাসাচ্ছাদনং প্রাপ্তুমর্হতীতি তদ্গর্ভজাতানাং পুত্রাদীনাং পিতৃমাতৃদায়াধিকারিত্বং ভবতীতি চ ব্যবস্থা।

শ্রীদুর্গাচরণ তর্করত্নস্য	শ্রীপ্রসন্নকুমার তর্করত্নস্য
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কারস্য	শ্রীঅযোধ্যারাম তর্কবাগীশস্য
শ্রীগুরুদাস তর্কবাগীশস্য	শ্রীকৃষ্ণকুমার ন্যায়রত্নস্য
শ্রীরামকানাই বিদ্যাবাগীশস্য	শ্রীশ্রীহরি ন্যায়বাগীশস্য
শ্রীকালীকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণস্য	শ্রীভৈরবানন্দ তর্কপঞ্চাননস্য
শ্রীরামকিশোর সিদ্ধান্তবাগীশস্য	শ্রীরামতনু বাচস্পতেঃ
শ্রীকালীকুমার বিদ্যারত্নস্য	শ্রীবঙ্গচন্দ্র শিরোমণেঃ
শ্রীসারদাচরণ তর্কপঞ্চাননস্য	শ্রীকালীকান্ত তর্কবাগীশস্য
শ্রীরাজমোহন তর্কালঙ্কারস্য	শ্রীচণ্ডীচরণ সার্ব্বভৌমস্য
শ্রীতারিণীচরণ শিরোমণেঃ	শ্রীরামকুমার সিদ্ধান্তস্য
শ্রীকাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চাননস্য	শ্রীতারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতেঃ
শ্রীচন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কারস্য	শ্রীরামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারস্য
শ্রীগঙ্গাদাস সিদ্ধান্তবাগীশস্য	শ্রীজগদ্বন্ধু তর্কবাগীশস্য
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কারস্য	শ্রীকালীকুমার ন্যায়ভূষণস্য
শ্রীকালীচরণ তর্কবাগীশস্য	শ্রীকমলাকান্ত ন্যায়রত্নস্য
শ্রীকালীকান্ত শিরোমণেঃ	শ্রীঅম্বিকাচরণ বিদ্যারত্নস্য
শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যারত্নস্য	শ্রীকালীকান্ত শিরোমণেঃ

শ্রীঅভয়াচরণ তর্কালঙ্কারস্য

শ্রীকালীকুমার বিদ্যাভূষণস্য

শ্রীকালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কারস্য

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্নস্য

শ্রীকাশীনাথ তর্কালঙ্কারস্য

শ্রীলক্ষ্মীদাস বাচস্পতেঃ

শ্রী[illegible] সার্ব্বভৌমস্য

bcer

[illegible]ণ তর্কালঙ্কারস্য

শ্রীচ[illegible]াধব সিদ্ধান্তস্য

শ্রীউমাকান্ত বিদ্যালঙ্কারস্য

শ্রীকমলাকান্ত শিরোমণেঃ

শ্রীহরিমোহন বিদ্যারত্নস্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সিদ্ধান্তস্য

শ্রীমহেশচন্দ্র বিদ্যাবাগীশস্য

শ্রীমদনমোহন সার্ব্বভৌমস্য

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাবাগীশস্য

শ্রীহরিশ্চন্দ্র তর্করত্নস্য

শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যস্য

শ্রীনরসিংহ শিরোমণেঃ

শ্রীকালীচরণ তর্কালঙ্কারস্য